দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৮

৫৬

মিঠুর উদ্ভাবন তার এত শ্রম কি বিফলে যাবে?

কুমিল্লা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী (আবুল কাশেম প্রেরিত)।– মুরগীর ডিমের খোসা থেকে শিরিষ কাগজ এবং মাছের আঁশ থেকে সার, সৌখিন জিনিসপত্র ও পশুখাদ্য তৈরীর পদ্ধতির উদ্ভাবক জিয়া উদ্দিন মাহমুদ মিঠুর আশা ছিল সরকারী তরফ থেকে তাঁর আবিষ্কারকে দেশের কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হবে। তার সে আশা বৃথা মনে হচ্ছে। তবু সে দমেনি। দু'টি প্রকল্প নিয়ে ব্যবসায়ী ও সম্ভাব্য

২-এর পাতায় দেখুন-

মিঠুর উদ্ভাবন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিল্পোদ্যোক্তাদের কাছে ধর্না দিচ্ছে। মিঠু বলেন, জানি না কি হয়। তবু চেষ্টা করে যাচ্ছি।

কুমিল্লা শহরের দক্ষিণ ঠাকুরপাড়ার বাসিন্দা মর্তুজা আলীর (পিটিআই'র অবসরভোগী সুপার) ছেলে মিঠু সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের অনেক মনযোগ। তাঁরা প্রশ্ন করেন, মিঠুর এত শ্রম কি বিফলে যাবে?

ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজের ছাত্র মিঠু বলেছে, শিরিষ কাগজ বর্তমানে দেশে উৎপন্ন হয় না। আমার পদ্ধতি ব্যবহার করে তা উৎপাদন সম্ভব। কাগজ হবে উন্নতমানের।

মুরগীর ডিমের খোসা থেকে শিরিষ কাগজ প্রকল্পটি সম্প্রতি কুমিল্লা জেলা পর্যায়ে দশম জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহে দ্বিতীয় পুরস্কার ও মাছের আঁশ থেকে উন্নতমানের সার, সৌখিন জিনিসপত্র, উন্নতমানের পশুখাদ্য তৈরী প্রকল্পটি দু'বার অর্থাৎ ১৯৮৮ ও '৮৯ সালে কুমিল্লা জেলা পর্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহে তৃতীয় পুরস্কার দিয়ে অজ্ঞাত কারণে সমাপ্ত রাখা হয়। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে এ প্রকল্প দু'টিকে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহে নিয়ে যাওয়া হয়নি। শিরিষ কাগজ, যা আমাদের দেশে তৈরী হচ্ছে না, কিন্তু এখন তা অত্যন্ত সহজে তৈরী করা যাবে। এই শিরিষ কাগজ হবে অত্যন্ত উন্নতমানের যা বিদেশে রপ্তানিযোগ্য।

মাছের আঁশ থেকে উন্নতমানের সার যার ফসল উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশী। সৌখিন জিনিসপত্র তৈরী করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। পশুখাদ্যটি অত্যন্ত উন্নতমানের যা পরিক্ষীত। এই খাদ্য পশুর স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ দিতে সহায়ক। এ খাদ্যটি মোরগ-মুরগীকে খাওয়ানো যায়, তাছাড়া এ খাদ্যটি মুরগীর ডিম বেশী ও বড় করতে সহায়ক।

মিঠুর মন্তব্য : দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যাদুঘর স্থাপন করা এবং প্রতিটি জেলায় কিশোর উদ্ভাবকদের বিজ্ঞান গবেষণামূলক কাজে সহায়তা করা উচিত। আমাদের মত গরীব দেশে লাগসই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হলে তবেই দেশপ্রেমের পরিচয় ঘটবে বলে তার বিশ্বাস।

শিরিষ কাগজ তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে মিঠু বলে, মুরগীর ডিমের খোসা রৌদ্রে শুকিয়ে গুঁড়ো করে শক্ত কাগজের গায়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে এ শিরিষ কাগজ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর উপর সামান্য পরিমাণ কাঁচের গুড়ো ব্যবহার করা হয়েছে। এ শিরিষ কাগজ অত্যন্ত উন্নতমানের, বিদেশী শিরিষ কাগজের মত এর মান। ৩" ৮" একটি শিরিষ কাগজ তৈরীতে প্রয়োজন হয় চার থেকে ছয়টি ডিমের খোসা, সামান্য পরিমাণ শিরিষ গাম ও আধা সিট শক্ত কাগজ।

মাছের আঁশ রৌদ্রে শুকিয়ে গুঁড়ো করে প্রতি এক কেজি মাটির সাথে ৫০০ গ্রাম আঁশের গুড়া ভালভাবে মিশিয়ে এ সার তৈরী করা হয়েছে। মাছের আঁশের মধ্যে রয়েছে শতকরা ৮.০ নাইট্রোজেন, ১৫.০ ফসফরাস, ৮.০ পটাশ যা আমাদের ফসলকে রোগাক্রান্ত থেকে রক্ষা করে। ফসলের শাখা ও কুঁড়ির বৃদ্ধি করে। তাই এ সার আমাদের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য।

মাছের আঁশ ভালভাবে পরিস্কার করে সিদ্ধ করে রৌদ্রে শুকিয়ে বিভিন্ন রকমের কাপড়ে নকশা তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। মাছের আঁশ কেচির সাহায্যে কেটে রিং, আংটি, ব্যান্ড, গলার চিরুনহার, ব্যাগ তৈরী করা যায়, যা বিক্রি করা যায় চড়া দামে।

মাছের আঁশ রৌদ্রে শুকিয়ে গুঁড়ো করে প্রতি ১ কিলোগ্রাম আঁশের গুঁড়োর সাথে $\frac{1}{2}$ লিটার এ্যামোনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড মিশিয়ে এ পশুখাদ্য তৈরী করা হয়েছে। এ পশুখাদ্য স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ও পর্যাপ্ত দুধ দিতে সহায়ক।